সংযোগ
Shongjog

এই বুলেটিনটি কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত বাংলাদেশের নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো, মানুষের ধারণা, আশঙ্কা এবং উদ্বেগগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা, যাতে স্বাস্থ্য এবং মানবিক সংগঠন বা সংস্থাগুলো, মানুষের প্রয়োজন মাথায় রেখে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

বুলেটিনের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশনায় আমাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চান এমন সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে আমরা আগ্রহী। আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হতে চাইলে বা নানা মাধ্যম থেকে পাওয়া মতামতগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইলে, দয়া করে mahmuda.hoque@bd.bbcmediaaction.org – এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

করোনাকথা

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারিতে জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ০৪ জুন ২৩, ২০২০

নগদ অর্থ এবং খাদ্য সহায়তার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এর কারণে অনেক মানুষ তাদের চাকরি বা কাজ হারিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই মানুষগুলোর বর্তমানে কোনো ধরনের আয়-রোজগার না থাকায় তারা প্রাত্যহিক খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। যার ফলে, নগদ সহায়তা এবং মৌলিক খাদ্যদ্রব্যের জন্য মানুষের চাহিদা বেড়েছে। বেশিরভাগ মানুষই খাদ্য এবং নগদ সহায়তা সম্পর্কিত তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

জনগোষ্ঠী চিহ্নিত লকডাউন চলাকালীন শীর্ষ তিনটি চাহিদা ও উদ্বেগ [বেইজ ১৩১]

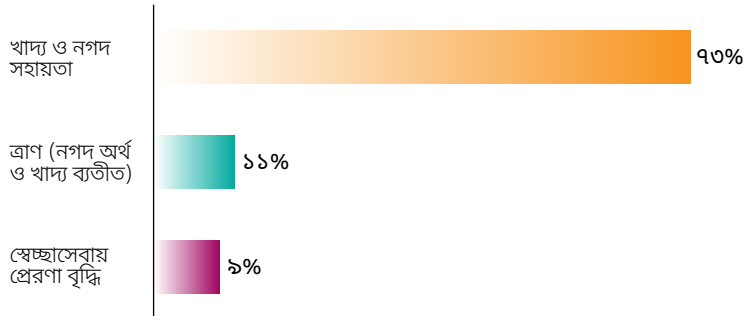

উৎস: বিডিআরসিএস-এর নেয়া মতামত এবং অভিযোগগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল বিভিন্ন হটলাইন, ইমেইল, ফেসবুক লাইভ এবং ইন-ডেপথ সাক্ষাৎকার থেকে। গত দুই মাস (এপ্রিল এবং মে ২০২০) যাবত ৩৭টি জেলার মানুষদের কাছ থেকে এই মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। মতামতগুলোর ৭২ ভাগই এসেছে পুরুষদের কাছ থেকে; যাদের সবার বয়সই ১৮ বছরের উর্ধ্বে।

** নগদ সহায়তা বা খাদ্যের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন উদ্বেগগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: জীবাণুমুক্তকরণ সহায়তা, ত্রাণ বিতরণে অসংগতি, খাদ্য সংকট প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কিত ধারণা, ব্যক্তিগত অনুদান, কোভিড-১৯ চলাকালীন প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি*

মানুষজন জানিয়েছেন তারা নগদ সহায়তা চান কেননা নগদ টাকা থাকলে প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকার অনুসারে খরচ করতে সুবিধা হয়। এছাড়াও, তারা জানিয়েছেন অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে সশরীরে ত্রাণ সহায়তা সংগ্রহ করায় যে ঝুঁকি, ডিজিটাল ক্যাশ ট্রান্সফার ব্যবস্থা চালু করা গেলে তা কমিয়ে আনা সম্ভব। আর মৌলিক খাদ্যসামগ্রীর বেলায় তারা চাল, তেল, চিনি, লবণ এবং আটার কথা বলেছেন।

লকডাউনের পর, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষদের রুটিরুজি সংক্রান্ত উদ্বেগ

জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় লকডাউন শিথিল হওয়ার পরেও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে নিতে সমস্যার মুখে পড়ছেন। ছোট দোকান মালিকরা বলেছিলেন, তাদের দোকানের ভিতর অল্প জায়গায় ক্রেতা-বিক্রেতাদের পক্ষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে গ্রাহকদের ভিতর যারা নিরাপত্তা সতর্কতাগুলো মেনে চলছেন এবং যারা যারা নিরাপত্তার বিষয়ে উদাসীন – এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রায়শই ঝামেলা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে, দোকান মালিকরা তাদের নিয়মিত গ্রাহকদের হারাচ্ছেন।

'রেড জোন' হিসেবে ঘোষিত হওয়া রংপুর জেলার কিছু উদ্যোক্তা বলেছিলেন, লকডাউন কেন্দ্রিক এই অনিশ্চয়তায় তারা ব্যবসায়ে টাকা বিনিয়োগ করতে এবং দিনমজুর হিসেবে কাউকে নিয়োগ দিতে ভয় পাচ্ছেন।

এদিকে দিনমজুরদের কথায় উঠে এসেছে যে, লকডাউনের সময় তাদের একেবারেই কোনো কাজ ছিল না, সেই সাথে কোনো ত্রাণ সহায়তাও পাওয়া যায় নি। সেই সময়ে বেঁচে থাকার তাগিদে তারা নিজেদের গবাদিপশুর মতো অন্যান্য সহায় সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও এখন লকডাউন শিথিল হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি খুব একটা বদলায় নি। তারা বলছেন যে, কাজকর্ম পাওয়ার খুব একটা আশা দেখছেন না আর রোজগারের বিকল্প কোন পথও তাদের জানা নেই। তাদের কথা থেকে উঠে এসেছে, তারা দিন দিন আরো গরীব হচ্ছেন।

‘রেড জোন’ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘোষণা বিষয়ে বিভ্রান্তি

মানুষজন বলেছেন, তারা বুঝতে পারছেন না এই ‘রেড জোন’ ব্যাপারটা আসলে কী এবং তাদেরকে কেনোইবা এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও, তারা জানতে চেয়েছেন, কতদিন পর্যন্ত এই ‘রেড জোন’ ব্যাপারটা থাকবে। কিছু মানুষ বলেছেন, তারা মনে করছেন এই সিদ্ধান্ত মানুষজনের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপের জন্য করা হয়েছে, কিন্তু তারা ভয় পাচ্ছেন এই পদ্ধতিটি হয়তো খুব একটা কার্যকর কিছু হবে না। কারণ তারা মনে করছেন পুরো একটি উপজেলাকে লকডাউন করে ফেলা খুবই কষ্টসাধ্য একটি বিষয়। কেননা একটি উপজেলার একাধিক প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ রয়েছে, যেগুলো সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখা বলা চলে দুঃসাধ্য ব্যাপার। সংক্রমণের হার কম এমন জায়গার মানুষজন জানতে চাচ্ছে, তাদের উপজেলাকে ‘রেড জোন’ ঘোষণা করা হয়েছে কিনা বা ভবিষ্যতে ‘রেড জোন’ করা হবে কিনা এবং সরকারের পক্ষ থেকে পুনরায় লকডাউন দেয়া হবে কিনা। নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষজন আবারও লকডাউন দেয়া হতে পারে কিনা এই বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন যদি আবারও লকডাউন দেয়া হয় তবে কতোদিন পর্যন্ত চলবে। মানুষজন তাদের এই সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার কথা জানিয়েছেন, কেননা তারা বুঝতে পারছেন আবার লকডাউন দেয়া হলে তাদের রোজগার ও জীবিকার উপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

মাস্ক কেনার সামর্থ্য ও তার গুণগতমান সম্পর্কে মানুষজন চিন্তিত

সাম্প্রতিক সময়ে মাস্ক না পরলে জরিমানা আরোপ হতে পারে সংক্রান্ত সরকারি ঘোষণা আসার পর থেকে মানুষজন দুশ্চিন্তায় আছেন। তারা বলেছেন মাস্ক কেনার মতো টাকা তাদের নেই। ঠাকুরগাঁও জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষ উল্লেখ করেছেন, মহামারির শুরুতে, বিভিন্ন এনজিও’র পক্ষ থেকে তাদের কিছু মাস্ক এবং গ্লাভস দেয়া হলেও, দিন যত গড়িয়েছে সেই সহায়তাও কমে এসেছে।

জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে আরো জানা যাচ্ছে, সরকারি এই সব নির্দেশনা কীভাবে মেনে চলা যায় তার সম্পর্কে জনগণ বেশ উদ্বিগ্ন সময় কাটাচ্ছে। মানুষজন জানতে চেয়েছে, একটি মাস্ক কয়বার ব্যবহার করা যেতে পারে, কীভাবে সেটিকে ধুতে হবে এবং সর্বোচ্চ কতোদিন একটি মাস্ক ব্যবহার করা সম্ভব। বরগুনার প্রত্যন্ত এলাকার তরুণরা বলেছেন, তারা সাধারণত যেসব মাস্ক ব্যবহার করছেন সেগুলোর মান সম্পর্কে তারা সন্দিহান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও টেলিভিশন থেকে তারা জেনেছেন এন৯৫ মাস্ক হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ, কিন্তু সেটি তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তাদের এলাকায় সবাই টি-শার্টের কাপড় দিয়ে বানানো মাস্ক ব্যবহার করছেন এবং এটি আসলেই নিরাপদ কিনা তা তারা জানতে চেয়েছেন।

করোনা ভাইরাসের উপসর্গ-বিহীন সংক্রমণ আরেক উদ্বেগের কারণ

বর্তমানে তুলনামূলক কম সংক্রমিত জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ; এখানকার নিম্ন আয়ের মানুষদের একটি দল বলেছে; তারা আক্রান্ত হয়েছেন এমন অনেকের কাছ থেকে শুনেছে যে তাদের শরীরে করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ না থাকার পরেও তাদের কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে। এই ঘটনা সেই এলাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কিছু মানুষ বলছেন তারা বিশ্বাস করেন, যেহেতু কোভিড-১৯ আক্রান্তদের শরীরে কোনো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না সেহেতু হতে পারে পুরো এলাকার সবারই কোভিড-১৯ হয়েছে, কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো বলে কোনো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, যাদের শরীরে কোনো উপসর্গ ছাড়াই কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে তাদের আসলে কোভিড-১৯ হয়ইনি। কেননা যদি আসলেই কোভিড-১৯ হতো তাহলে সংক্রমিতদের শরীরে অবশ্যই এর স্বাভাবিক উপসর্গগুলো যেমন: জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট এগুলোও দেখা যেত।

বরিশাল জেলার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন কিছু মানুষ কোভিড-১৯ টেস্টের পরিমাণ সম্পর্কে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, টেস্টের পরিমাণ বাড়ানো উচিত, কারণ টেস্ট করা ছাড়া আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে তারা আসলেই আক্রান্ত কিনা, বিশেষ করে, যাদের শরীরে কোনো উপসর্গ নেই। বরিশালে কোভিড-১৯ টেস্টের সুযোগে ঘাটতি রয়েছে বলে তারা দুশ্চিন্তায় আছেন।

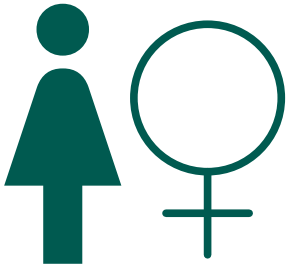

নারীদের কাছ থেকে পাওয়া উদ্বেগসমূহ

স্বামীদের বাজারে আড্ডা দিতে ঘরের বাইরে যাওয়া নিয়ে নারীরা তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, তাদের স্বামীরা সামাজিকতা রক্ষার জন্য বাড়ির বাইরে যান, কিন্তু এর ফলে তারা নিজেদের ঘরে সংক্রমণ ঘটাতে পারেন। নারীদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত অনুসারে, স্বামীর হাতে মারধরের শিকার হতে পারেন এই ভয়ে, স্ত্রীরা এবিষয়ে কথা বাড়াতে চান না। কীভাবে করে তাদের স্বামীদের ঘরের বাইরে যাওয়া আটকানো যায়, সে সম্পর্কে নারীরা জানতে চেয়েছেন।

যেসব নারীরা ঘরের বাইরে বিভিন্ন পেশায় জড়িত, তারা চুলের মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ায় কিনা জানতে চেয়েছেন। যেহেতু তাদের চুল বেশ লম্বা তাই তারা এবিষয়ে উদ্বিগ্ন। এছাড়াও, কাজের প্রয়োজনে যেহেতু তাদের ঘরের বাইরে যেতে হচ্ছে, তাই তারা গণপরিবহণে কীভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব তা জানতে চেয়েছেন। তাছাড়া, বাজার থেকে নিয়ে আসা মাছ, মাংস, শাকসবজি কীভাবে নিরাপদে ধুতে হবে তাও তারা জানতে চেয়েছেন।

মায়েরা জানতে চেয়েছেন, সরকার কবে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিবে, যাতে করে তারা নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দিতে পারেন। তাছাড়া, সদ্য বিবাহিত মেয়েদের মায়েরা তাদের মেয়েদের স্বামীর বাড়ি পাঠাতে পারবেন কিনা তা জানতে চেয়েছেন।

গুজব ও ভুল তথ্য

খাদ্য সংক্রান্ত গুজব

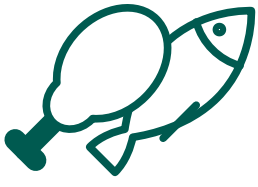

> বরগুনা জেলায় একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, এই সময়ে তেলাপিয়া মাছ এবং ফার্মের মুরগি খেলে মানুষের শরীরে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ হবে। যার ফলে অনেকেই বলেছেন তারা মুরগি কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন; এবং মুরগির দাম কেজি প্রতি ৬০ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে।

সত্যতা যাচাই: ২০২০ সালের মার্চ মাসে একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালের কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তেলাপিয়া মাছ নিয়ে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তিন বছর আগে দৈনিক প্রথম আলোতে ছাপানো একটি রিপোর্টের শিরোনামকে বিকৃত করেই মূলত এই খবরটি পুনরায় ছাপানো হয়েছিল। তেলাপিয়া মাছ থেকে একটি ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার কথা বলা থাকলেও, 'করোনাভাইরাস' এর নাম এই রিপোর্টের কোথাও উল্লেখ ছিল না। বরং সেখানে 'তেলাপিয়া লেক' নামে একটি ভাইরাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।

ব্রয়লার মুরগি নিয়ে একটি গুজব ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের মুম্বাইয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে, রোগাক্রান্ত মুরগির ছবিসহ "বেঙ্গালোরে পাওয়া গেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মুরগি" এই শিরোনামে একটি রিপোর্ট অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে, হায়দ্রাবাদে এই বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধানে থাকা গ্রেটার হায়াদ্রাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (জিএইচএমসি)-এর পশুচিকিৎসা বিভাগ, একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করে। এই প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, "ভারতের কোথাও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত একটি মুরগিও পাওয়া যায় নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে যে মুরগিগুলোকে দেখা যাচ্ছে সেগুলো আসলে রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত (এটি মুরগির জন্য ভয়ানক ছোঁয়াচে এবং মরণঘাতী একটি রোগ হিসেবে পরিচিত)। করোনাভাইরাস সংক্রান্ত এই গুজব পোল্ট্রি এবং মাংস শিল্পকে ক্ষতির মুখে ফেলেছে।"

ডব্লিউএইচও-এর মতে, মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে এমন এলাকায়, যদি সঠিকভাবে রান্না করা হয় এবং রান্নার সময় নিরাপদে খাবারটিকে নাড়াচাড়া করা হয়, তবে মাংসজাতীয় খাবার খেতে কোনো প্রকারের বাধা নেই। প্রশ্নোত্তর (এফএকিউ) অংশে পাওয়া পরামর্শ অনুসারে, জলজ প্রাণীর শরীরে করোনাভাইরাস বাসা বাঁধতে পারে না, তাই মাছ খাওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ। বাজার থেকে মাছ বা মাংস কেনার সময় মানুষজনকে যে সতর্কতাগুলো মেনে চলতে হবে তা হল – বাজার করার সময় কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখা; চোখ, নাক ও মুখে হাত না দেয়া; ঘরে ফেরার পর এবং বাজার থেকে কিনে আনা সামগ্রীতে হাত দেয়া এবং গুছিয়ে রাখার পর দুই হাত ভালোভাবে সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা।

অন্য যে গুজবটি বরিশালে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে তা হলো, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কারো সাথে কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ঘরের বাইরে কয়েক কদম হাঁটার পর সামান্য খুঁড়লে মাটির নিচে কয়লা বা কয়লা জাতীয় একটি পদার্থ পাওয়া যাবে। এই পদার্থটি যদি খাওয়া যায়, তবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে মুক্তি মিলবে।

সত্যতা যাচাই: কিছু কিছু পশ্চিমা, প্রচলিত বা ঘরোয়া প্রতিকার ব্যবস্থা করোনাভাইরাসের উপসর্গ থেকে খানিকটা উপশম বা আরাম দিতে পারলেও, কয়লা বা কয়লাজাতীয় কোনো উপাদান এই রোগের প্রতিকার বা প্রতিরোধ করবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধ বা নিরাময়ে অ্যান্টিবায়োটিক সহ কোনো ধরনের ওষুধ গ্রহণের বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এখন পর্যন্ত কোনো পরামর্শ দেয় নি। তবে পশ্চিমা ও প্রচলিত উভয় ধরনের ওষুধ দিয়ে বেশ কয়েকটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলমান রয়েছে।

গরম সম্পর্কিত গুজব

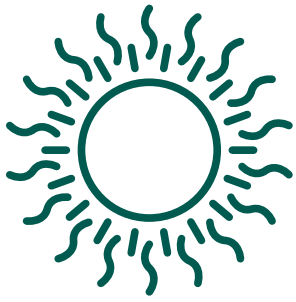

বরগুনা জেলার দিনমজুর ও কৃষকদের একটি দল বলেছেন, তারা বিশ্বাস করেন যে খোলা মাঠে সূর্যের আলোতে কাজ করলে তারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবেন না। তারা মনে করেন মূলত যারা ঘরে থাকে এই ভাইরাস তাদেরকেই আক্রমণ করে এবং শহরের মানুষদের চেয়েও তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। তারা টেলিভিশনে শুনেছিলেন যে, প্রতিদিন আধা ঘণ্টা করে শরীরে রোদ লাগানো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারি; তাই যেহেতু তারা সারাদিনই রোদের নিচে পরিশ্রম করেন তাই তারা নিরাপদ। মানুষজন আরও বলেছেন যে, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে গরীব কেউ মারা গেছে, এমন কিছু এখন পর্যন্ত তারা শোনেন নি।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা গাইবান্ধায় গ্রীষ্মকালে তুলনামূলক গরম বেশি পড়ে, তাই সেখানকার মানুষদের ভিতর করোনাভাইরাস গরমে বাঁচতে পারে না এমন অন্য একটি গুজব ছড়িয়ে পড়েছে।

সত্যতা যাচাই: রোদের নিচে বা উচ্চ তাপমাত্রা দাঁড়ানো কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করে না। যত রোদ বা গরমই পড়ুক না কেনো মানুষজন কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। গরম আবহাওয়ার রয়েছে এমন বহু দেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। তাই নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে, ঘন ঘন দুই হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করা এবং চোখ, নাক এবং মুখে হাত দেয়া থেকে বিরত থাকার কোনো বিকল্প নেই।

কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ও অ্যাকউন্টিবিলিটির জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-'সংযোগ' এর পক্ষ থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে এই বুলেটিনটি তৈরি করেছে। হটলাইন, মোবাইল ফোন সাক্ষাৎকার, সরাসরি যোগাযোগ, আলোচনা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এই সংস্করণটির তথ্যগুলো সংযোজিত হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় এবং নীলফামারি), কৃষি রেডিও (আমতলী, বরগুনা) রেডিও মহানন্দা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (বরিশাল) এবং ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স (ঢাকা, সাতক্ষীরা, শ্রীমঙ্গল) এর কাছ থেকে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ট্রান্সলেটরস উইদাউট বর্ডার্স এর সহযোগিতায় *'হোয়াট ম্যাটার্স'* বা *যা জানা জরুরি* নামে আরও একটি নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে, যেখানে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মতামত ও উদ্বেগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। সংযোগ-এর ওয়েবসাইটে এই বুলেটিনগুলো পাওয়া যাবে।